ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 14 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৭০ ● কলকাতা ● ০৯ আষাঢ়, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৩ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলা বিজেপির ভাঙন কি আসন্ন?

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

জল্পনাটা শুরু হয়েছে রবিবার থেকেই। সোমবার তা আরও পরিষ্কার হচ্ছে। তবে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানা যায়নি। রবিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এবিষয়ে জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে সর্বত্র। শোনা যাচ্ছে, দলের নেতৃত্বে নাকি প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ

এরপর ৬ পাতায়

উপনির্বাচনেও রক্তাক্ত কালীগঞ্জ,

বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ১০ বছরের মেয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেউ বলছেন তৃণমূল আবার কোনও রাজনৈতিক দল হল নাকি? ওটা তো গ্যাং", কারও বক্তব্য, "মিছিলে আবির নিয়ে বিজয়োল্লাস করা হয় জানতাম, কিন্তু বোমা? ভাবা যায় না!" কেউ আবার দায় চাপাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের উপর। কালীগঞ্জের ভোটগণনার দিনই তৃণমূলের বিজয়মিছিল থেকে বোমা ছোড়ায় মৃত্যু হয়েছে ১০ বছরের নাবালিকার ।এদিকে মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক অর্থাৎ সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল একপ্রকার দায় ঝেড়ে দ্য ওয়ালকে জানান, এরকম কোনও বিজয়মিছিল যে হচ্ছে তাই তিনি জানতেন না, খবর ছিল না। জানান, "ইতিমধ্যেই আমি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি।" তবে কি না বলে-কয়ে বিজয় মিছিল করার জন্য কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে? তাঁর সাফাই, বিজয়মিছিল বা এ সমস্ত বিষয়ের অনুমতি নেওয়ার জন্য সিইও অফিসকে জানানো হয় না, জেলাপুলিশ বা জেলাশাসকের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়। আমি ইতিমধ্যেই

এরপর ৩ পাতায়

প্রথম দিনই অশান্ত রাজ্য বিধানসভা

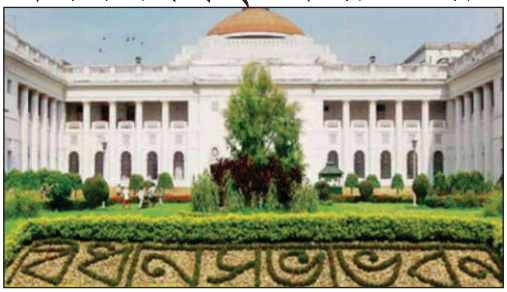

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বিধানসভায় বিরোধীরা সরকারের কাজের বিরোধিতা করবে - এটাই রাজনীতির নিয়ম। বাম আমলে মাঝে মাঝেই বিরোধী তৃণমূল ও কংগ্রেস বিধানসভা উত্তাল করেছে। কিন্তু বিরোধিতা কতটা হবে তার তো নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। বিধানসভার কাজে বাধা দেওয়া, কাগজ ছেঁড়ার মতো অসংসদীয় কাজে লিপ্ত হলেন বিজেপি বিধায়করা।যার জেরে চার বিধায়ক – শংকর ঘোষ, মনোজ ওঁরাও, দীপক বর্মন ও অগ্নিমিত্রা পলকে গোটা অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো মার্শাল ডেকে তাঁদের অধিবেশন কক্ষের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। বাইরে বেরিয়ে ফের অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। কেউ কেউ বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন।

এসব অশান্তির মধ্যে বিল নিয়ে আলোচনার শুরুর নির্দেশে দেন স্পিকার। এদিন বিজেপি বিধায়কদের মার্শাল ডেকে বের করায় বিশৃঙ্খলা আরও বাড়ে। যদিও সাসপেন্ড হওয়ার পর অগ্নিমিত্রা পল, দীপক বর্মন নিজেরাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর পরিস্থিতি আরও চরমে ওঠে। অভিযোগ, বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায় মার্শালের কলার ধরে ধাক্কা দেন। আরেক বিধায়ক মিহির গোস্বামীও চেপে ধরেন মার্শালকে। নিরাপত্তারক্ষীরা পালটা বলপ্রয়োগ করে সবাইকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারপরও অবশ্য বেশ কয়েকজন অধিবেশনে ছিলেন। তাঁরা ওয়েলে নেমে স্লোগান তুলতে থাকেন।

উপনির্বাচনে মোদি-শাহের খাসতালুকে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপক্ষের বিধায়ক ভাঙিয়ে এনে, সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েও কোনও লাভ হল না। ১৮ বছর বাদেও গুজরাতের বিসাবদর বিধানসভা আসন পুনরুদ্ধার করতে পারল না বিজেপি। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটের মতোই ভোটাররা উপনর্বাচনেও আস্থা রাখলেন আম আদমি পার্টির উপরে। ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতলেন আপ প্রার্থী। অন্যদিকে, কেরলের নীলাম্বর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের আর্যদান সৌকত। তিনি সিপিএম প্রার্থী এম স্বরাজকে ১১ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে

এরপর ৪ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নামে আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের নতুন সংগঠন তৈরি হল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

রাজ্যের আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম "পশ্চিমবঙ্গ প্রগ্রেসিভ পটেটো গ্রোওয়াস এন্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি নতুন সংগঠন গঠন করা হলো। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী গত নভেম্বর মাসে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে দায়িত্ব দেন এই সংগঠন গড়ে তোলার। সেই হিসাবে হরিপালে শ্রীকান্ত মাহাতোর উপস্থিতিতে এবং তারকেশ্বরের প্রাক্তন পুরো প্রধান স্বপন সামন্তকে আহবায়ক করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের প্রায় ২০০ জন ব্যবসায়ী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে আগামী দিনে এই সংগঠন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে সংগঠন গড়ে তুলবে এবং চাষীদের স্বার্থে কাজ করে যাবে , পাশাপাশি সরকারের সঙ্গেও সামঞ্জস বজায় রেখে চলবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উপদেষ্টা মন্ডলীতে থাকবেন কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কৃষিজ ও বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না,মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, মন্ত্রী শিউলি সাহা, কাটোয়ার এমএলএ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, বিধায়ক উত্তরা সিংহ, বিধায়ক মধুসুদন ভট্টাচার্য, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, বিধায়ক অরূপ ধারা, বিধায়ক খোকন দাস, বিধায়ক নিশিথ কুমার মালিক, বিধায়ক অলোক মাঝি, বিধায়ক দেব প্রসাদ বাগ, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন গত নভেম্বরে আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী একটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়ে যান এবং তিনি সংগঠনের নাম ঠিক করে দেন। তারই নির্দেশে এই সংগঠন গঠন করা হলো এর ফলে চাষী ব্যবসায়ী এবং সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সকলের স্বার্থ রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(১ম পাতার পর)

উপনির্বাচনেও রক্তাক্ত কালীগঞ্জ, বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ১০ বছরের মেয়ের

রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।"

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কালীগঞ্জের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদও। তিনিও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। বস্তুত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জে জয়ী হয়েছিলেন নাসিরুদ্দিন (লাল) আহমেদ। তাঁর মৃত্যুতে উপনির্বাচন হয় এই কেন্দ্রে। সেই উপনির্বাচনে ৪৯,৭৫৫ ভোটে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী তথা নাসিরুদ্দিনের কন্যা আলিফা। আর ভোটগণনার দিনেই কালীগঞ্জে শোকের ছায়া। যা নিয়ে তৃণমূলবিরোধীদের অবস্থান এক।মর্মান্তিক এই ঘটনা নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য আলাদা আলাদা হলেও অবস্থান এক।

ঘটনা হল, উপনির্বাচনে জয় নিশ্চিত হতেই বিজয়মিছিল বার করেন কালীগঞ্জের তৃণমূল নেতারা। সেখানকার মেলেন্দি এলাকায় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই মিছিল থেকে বোমা ছোড়া হয় সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে। বাড়ি ফেরার পথে ওই বোমার আঘাতেই আহত হয় ক্লাস ফোর-এর ছাত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তামান্না খাতুনের। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কালীগঞ্জের ঘটনায় উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। যদিও সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, "উনি তো পুলিশমন্ত্রী। পুলিশকে বোম মারুন বলে যে অনুব্রত ছাড়া পেয়ে গেছেন সেই পুলিশের কি বোমা মারা কর্মীদের ধরার সাহস হবে?" তাঁর কথায়, "বিগত কিছুদিন ধরে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া বাঁধানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বিজেপি। তাতে ভোটে লাভ হয়েছে তৃণমূলের। আসলে তৃণমূল কাদের, কোন শক্তিকে বিপদ মনে করে সেটা তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে বোমা ছোড়া, তাতে বাচ্চাটির মৃত্যুর ঘটনায় আবার বোঝা গেল। মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপের কথা বলছেন, এদিকে সুদীপ্ত গুপ্ত থেকে শুরু করে আনিস খানের মৃত্যু, সব ক্ষেত্রেই তিনি টাকা দিয়ে পরিবারকে কিনতে চান। কিন্তু এই প্রাণগুলো কি ফিরবে? নির্লজ্জ শাসকদল, হিংসাত্মক শাসকদল। বাংলার রাজনীতির পরবেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের ঘটনার রক্তের দাগ তাঁর হাতেও লেগে আছে।"

বামনেতা শতরূপ ঘোষের বক্তব্য, "যে ভোটাররা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের দায়ী করা যায় না। কিন্তু সত্যিই যাঁরা কালীগঞ্জের তৃণমূলকে ভোট দিলেন তাঁরা রাস্তাঘাট, জল এসব পাবেন কিনা জানা নেই, কিন্তু একটা বাচ্চার লাশ পেয়ে গেলেন। এভাবেই যদি মানুষ শান্তিতে থাকেন তো ভাল।"

কালীগঞ্জের মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, "একটা উপনির্বাচনে বোমায় একজন শিশুর মৃত্যু হল। এটা থেকে পরিষ্কার যে আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন তাতে কত লাশ পড়তে পারে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে পুরোটা দেখতে বলবো।" পাশাপাশি তিনি এও বলেন, "আসলে কালীগঞ্জের নির্বাচনের এই ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে, যে তৃণমূল জিতলে এই রাজ্যে লাশের পর লাশ পড়বে। আশা করব কমিশন, রাজ্য প্রশাসন দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।" যদিও তাঁর আশঙ্কা, বাদবাকি ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও রাজ্যের পুলিশ উদাসীন থাকবে এবং সবটাই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করে বলা হয়েছে, "কালীগঞ্জ থানা এলাকায় বিস্ফোরণে জখম হয়ে ১৩ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে যারা রয়েছে, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।"

কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, "এই নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস একসঙ্গে লড়াই করেছে। সকলেরই জানা ছিল নির্বাচনে তৃণমূল জিতবে। কিন্তু জেতার পরিণামে এরকম একটা ভয়ঙ্কর বাতাবরণ তৈরি হবেসেটা নিশ্চয়ই কেউ আশা করেনি। আমরা জানতাম মানুষ জিতলে আনন্দ করে। কিন্তু এরা দেখছি বদলা নেয়। যারা ভোট দেয়নি তাদের উপর হামলা করল। একটা হ্যান্ডগ্রেনেডে ১০ বছরের শিশুর মৃত্যু হল। এটাই বাংলায় তৃণমূলের গণতন্ত্রের চেহারা।"

ঘটনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী দ্য ওয়ালকে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক দল নয়। এটা একটা গ্যাং। গ্যাং থাকলে বিশৃঙ্খলা হবেই। বিশৃঙ্খলা হলে মানুষের মৃত্যু ঘটবেই। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নির্বাচনে প্রহসন করবে এটাই স্বাভাবিক। আজকেও তার প্রমাণ দিলেন।"

আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি অবশ্য গোটা ঘটনার দায় ঠেলেছেন নির্বাচন কমিশনের উপর। তাঁর বক্তব্য, একটামাত্র উপনির্বাচন, সেটাও শান্তিতে করাতে পারল না কমিশন ও যিনি সরকারে আছেন তাঁর দল। কমিশনকে তাঁর পরামর্শ, ভবিষ্যতে যাতে এমন কোনও ঘটনা না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এদিকে মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক অর্থাৎ সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল একপ্রকার দায় ঝেড়ে দ্য ওয়ালকে জানান, এরকম কোনও বিজয়মিছিল যে হচ্ছে তাই তিনি জানতেন না, খবর ছিল না। জানান, "ইতিমধ্যেই আমি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি।" তবে কি না বলে-কয়ে বিজয় মিছিল করার জন্য কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে? তাঁর সাফাই, বিজয়মিছিল বা এ সমস্ত বিষয়ের অনুমতি নেওয়ার জন্য সিইও অফিসকে জানানো হয় না, জেলাপুলিশ বা জেলাশাসকের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়। আমি ইতিমধ্যেই রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।"

বিপুল ব্যবধানে রেকর্ড ভোটে জয়ী হলো কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী আলিফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালীগঞ্জে বিপুল ব্যবধানে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী,কালীগঞ্জে সবুজ ঝড়। বাবার রেকর্ড ভেঙে ৪৯ হাজার ৭৫৫ ভোটে জয়ী হলেন তৃণমূলের প্রার্থী আলিফা আহমেদ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ২ হাজার ১৭৯। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫২ হাজার ৪২৪। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ২৮ হাজার ২৬২। এ ছাড়াও নোটাতে পড়েছে ২৫০০ ভোট।কালীগঞ্জের ভোটে জয়ের পথে তৃণমূল, মমতা লিখলেন, '...মানুষকে উৎসর্গ করছি'

কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল মার্জিনে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা না হলেও তাঁর জয় একপ্রকার নিশ্চিত বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন। সেখানে লেখেন, 'এই জয়ের প্রধান কারিগর মা-মাটি-মানুষ। আমার কালীগঞ্জের সহকর্মীরা এর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদেরও আমি আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সবার জন্য রইল আমার প্রণাম ও সালাম। প্রয়াত বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদকে স্মরণ করে আমি এই জয় বাংলার মা-মাটি-মানুষকে উৎসর্গ করছি।

সম্পাদকীয়

৭৫ কোটির বেতন ছেড়ে সন্ন্যাস

সন্ন্যাসের পথেই মিলবে শান্তি! সেকারণেই ৭৫ কোটি বেতনের চাকরি, বিলাসবহুল জীবনযাপন ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন মুকেশ আম্বানির ডান হাত বলে পরিচিত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকাশ শাহ। মহাবীর জয়ন্তীতে সস্ত্রীক দীক্ষা নেন তিনি। তারপর থেকেই দামী জামাকাপড়, বিলাসবহুল গাড়ী, বাড়ির বদলে এক কাপড়ে, খালি পায়ে ভিক্ষুকের জীবন কাটাচ্ছেন প্রকাশ।প্রকাশের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে জৈন দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। এরইমধ্যে সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মহাবীর জয়ন্তীতে বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হন।কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক পাশ করার পর বোম্বে আইআইটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন প্রকাশ। ছাত্র অবস্থা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। কর্মজীবনেও কঠোর পরিশ্রমী হিসাবেই প্রকাশকে চেনেন সকলে। আর এই কারণেই খুব তাড়াতাড়ি রিলায়েন্সের শীর্ষ পদে উঠে এসেছিলেন। পাশাপাশি রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানীর খুব কাছের একজন হয়ে উঠেছিলেন।

জামনগরের পেটকোক গ্যাসিফিকেশন প্রজেক্ট থেকে কর্মজীবন শুরু প্রকাশের। এরপর পেটকোট মার্কেটিং তারপর রিলায়েন্স। কর্মজীবনে সব জায়গাতেই সফলতার সঙ্গে কাজ করেছেন প্রকাশ। তবে বিলাসবহুল জীবনের মধ্যেই সেই শান্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে একাধিকবার ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন। এরই মধ্যে বেস কয়েকবছর আগেই সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তবে বেশ কিছু কারণে তখন আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

পাদপদ্মে প্রণতি জানাচ্ছেন তারা।সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সারাদেশের মন্দির ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভক্তরা বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছে। মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও হাতেখড়ি, প্রসাদ বিতরণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সন্ধ্যারতি, আলোকসজ্জা ও মেলা বসেছে। প্রতিটি পূজামণ্ডপের বাণী অর্চণায় সমবেত হচ্ছে নানা সাজে সজ্জিত নারী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আবহমান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

উপনির্বাচনে মোদি-শাহের খাসতালুকে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি

উপনির্বাচনে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে হার সিপিএমের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।২০০৭ সালের পর বিসাবদর আসনে জয়ের মুখ দেখেনি বিজেপি।

২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন আপের ভূপেন্দ্র বায়ানি। মাস কয়েক আগে ডিগবাজি খেয়ে আপ ছেড়ে বিজেপি শিবিরে নাম লেখান তিনি। বিধায়ক পদেও ইস্তফা দেন। সেই কারণে উপনির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৮ বছর বাদে আসন পুনরুদ্ধারে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। প্রার্থী করা হয়েছিল দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি কিরিট পটেলকে। আসনটিতে জয় হাসিলে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন পদ্ম শিবিরের নেতারা। আপের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি গোপাল ইটালিয়া। পাতিদারদের সংরক্ষণ আন্দোলনে যিনি ছিলেন প্রথম সারির মুখ। সোমবার ভোট গণনা শুরু হতেই বিজেপি প্রার্থীকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৭ হাজারের বেশি ভোটে পদ্ম প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ীর হাসি হাসেন ইটালিয়া। বিসাবদর আসন পুনরুদ্ধার না করতে পারলেও কড়ি আসন নিজেদের দখলে রাখতে সফল হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ওই আসনে ৩৯ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন রাজেন্দ্র ছাবড়া। ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটে এই আসনি থেকে জয়ী হয়েছিলেন কার্সন সোলাঙ্কি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

লক্ষ্মী ধর্ম অর্থ কাম – এই ত্রিবর্গের মাতৃকা। মোক্ষ, চতুর্থ বর্গ, অপবর্গ – লক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত নয়। কাজেই দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপুজো জৈন প্রভাব হওয়া খুবই সম্ভবপর, সম্ভবত প্রাচীন কালে ছিল না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'অম্বুবাচী' কেন পালিত হয় এবং দেবী কামাখ্যার পৌরাণিক কাহিনী

(গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বসুন্ধরা যেন সিক্ত হয়)

বেবি চক্রবর্ত্তী

(দ্বিতীয় পর্ব)

ওঠে সেই সময়কেই বলা হয় অম্বুবাচী।

আম্বুবাচির স্থিতিকাল কতক্ষন ? উত্তরে , রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁর " অষ্টবিংশতি তত্ত্ব " নামক গ্রন্থে তিথিতত্ব ও কৃত্যতত্বে অম্বুবাচি ও তার স্থিতিকাল নিয়ে লিখেছেন : - সূর্য আষাঢ় মাসে যে দিন যে সময়ে মিথুন রাশিতে আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে গমন করে সেই সময়কাল থেকে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া ঋতুমতী বা রজস্বলা হয় ইহাই অম্বুবাচির কাল শুরু হয় ।

সূর্যের মিথুন রাশি গমনের কাল থেকে শুরু করে বিংশতিদন্ডাধিক তিনদিন বা তিনদিন কুড়িদন্ড কাল সময় অম্বুবাচির স্থিতি ।

আম্বুবাচি কালে কী কী কর্তব্য ? উত্তর পাওয়া যাবে বামকেশ্বর তন্ত্রের ৫৫ তম পটলে ।

" আষাঢ়ে প্রথমে দেবী অম্বুবাচী দিনত্রয়ং ।

সংগোপন গৃহে দেবিং স্থাপয়েদ্বস্ত্র বেষ্টনে ।।

রাত্রৌ মহানিশা যোগে পঞ্চাচারেণ দেশিকঃ।

পূজয়িত্বা বলিং দত্বা হোময়িত্বা বিহারয়েৎ।। "

অর্থাৎ : - আষাঢ়ের প্রথমে অম্বুবাচী দিবসত্রয়ে দেবীকে গুপ্তভাবে বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া (বেষ্টন অর্থে চোখমুখ ঢেকে কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে বলা হয়নি) রাখিবে। অম্বুবাচী নিবৃত্তি হইলে সাধক মহানিশাতে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া , বলিদানাদি , হোমাদি সম্পন্ন করিবে । তবে সাধারণ মানুষের কর্তব্য কী ?

এই দিনগুলিতে আমাদের কর্তব্য দেবীকে বিশেষভাবে যত্নে রাখা । এমন ধারণা ঠিক নয় যে দেবী এইসময় অশুচি বা অস্পৃশ্যা হয়ে যান । অনেকে এই সময় মায়ের নিত্যসেবাও বন্ধ করে দেন , যা একেবারেই অনুচিত । এই দিনগুলিতে আমাদের কর্তব্য দেবীকে বিশেষভাবে যত্নে রাখা। উপরন্তু যথাসম্ভব একান্ত পরিবেশে নির্জন বাসের ব্যবস্থা করা উচিত । কোনভাবেই আমাদের কোন আচরণে মায়ের বিরক্তির উদ্রেক যেন না হয় সেদিকে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে । সংকল্প বিহীন নিত্য পূজাপাঠ ও আচার অনুষ্ঠান যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ভাবে পালন করা উচিত । কিন্তু এই সময় বেশী করে জপ-ধ্যান ইত্যাদি করা উচিত , এই কালে জপ করলে বহুগুণ ফল লাভ হয়। ভূমি কর্ষণ বা ভূমিতে কোনরকম আঘাত করা এবং ক্ষৌরকর্ম ইত্যাদি এই তিন দিন নিষিদ্ধ । সকল সাধক ও ভক্তগণেরই এই সময় সংযত জীবনযাপন করা একান্ত কর্তব্য ।

আম্বুবাচী: ধরিত্রী মাতার প্রতি শ্রদ্ধা।হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীকে মায়ের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে যে, ধরিত্রী আমাদের মাতা। পুরাণেও পৃথিবীকে 'মাতা' বলার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা সবাই পৃথিবীর সন্তান–হিন্দুধর্ম আক্ষরিক অর্থেই একথা বলে। জননী মাতা, দেশ মাতা, ধরিত্রীও মাতা। তাই প্রভাত বন্দনায় মাতাকে স্তুতি করা হয়েছে:- সমুদ্রবসনে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে।

বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যম্ পদস্পর্শম ক্ষমস্বমে।।অর্থাৎ- হে ধরিত্রী মাতা, সমগ্র মহাসাগর তোমার বসন স্বরূপ, পর্বতমালা তোমার কুচস্বরূপ। হে বিষ্ণুপত্নী, তোমাকে প্রণাম করি। তোমাতে পদস্পর্শ করায় কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করো।

পৃথিবীতেই তো মানুষের জন্ম। শুধু মানুষ নয়, ফুল, পাখি, প্রকৃতি এক কথায় সবাই তো পৃথিবীর সন্তান। মহাজাগতিক ধারায় পৃথিবী যখন সূর্যের মিথুন রাশিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রে অবস্থান করে, সে দিন থেকে বর্ষাকাল শুরু ধরা হয়। পাশাপাশি আমরা জানি, মেয়েরা ঋতুকাল বা রজঃস্বলা হন এবং এক জন নারী তার পরই সন্তান ধারণে সক্ষম হন। ঠিক তেমনই প্রতি বছর

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ইরানে আটকে থাকা বাংলাদেশিদের ফেরাতে গণহত্যাকারী পাক সেনার দ্বারস্থ ইউনূস সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে দহরম-মহরমে মেতে উঠেছে 'রাজাকার' মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। দেশ স্বাধীনের জন্য প্রাণ দেওয়া লক্ষ-লক্ষ বাঙালির রক্তের সঙ্গে গদ্দারি করে গণহত্যাকারীদের সঙ্গে গলাগলি শুরু করে দিয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, ৯২ জন বাংলাদেশিকে ইরান থেকে উদ্ধারের তালিকা পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রথম দফায় ২৫ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ধাপে-ধাপে বাকিদেরও ফেরানো হবে। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলাদেশিদের প্রথম দল স্থলপথে ইরান সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান সীমান্তে প্রবেশ করবেন। এরপর পাকিস্তানের করাচি বা নিকটবর্তী বিমানবন্দর দিয়ে দুবাই হয়ে ঢাকায় ফেরানো হবে। বাংলাদেশিদের ইরান থেকে পাকিস্তান হয়ে দেশে ফেরানোর বিষয়টির তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি ওয়ালিদ ইসলাম। ঈদের ছুটি কাটাতে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। তবে ছুটি বাতিল করে তেহরানে তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।এবার ইরানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরাতে গণহত্যাকারী পাক সেনার শরণাপন্ন হয়েছে। যদিও পাক সরকারের সাহায্য নিয়ে ইরানে থাকা সিংহভাগ বাংলাদেশি দেশে ফিরতে রাজি হননি। তারা ইরানে বাংলাদেশ দূতাবাসের আধিকারিকদের জানিয়ে দিয়েছেন, গণহত্যাকারীদের দয়ায় প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। মাত্র ৯২ জন বাংলাদেশি পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে দেশে ফিরে আসতে রাজি হয়েছেন। তাদের ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ইরানে তেল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত রয়েছেন কয়েকশো বাংলাদেশি। গত ১৩ জুন ইজরায়েল তেহরান-সহ ইরানের বিভিন্ন শহরে আক্রমণ শুরু করার পরেই বাংলাদেশিরা ইউনূস সরকারের কাছে দেশে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানান। আর ওই আর্জির প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ইরানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের স্থল সীমান্ত দিয়ে নিরাপদে ইসলামাবাদে নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বাংলাদেশিদের নামের তালিকা চাওয়া হয়।

(১ম পাতার পর)

দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলা বিজেপির ভাঙন কি আসন্ন?

ঘোষ। শোনা যাচ্ছে, দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে নতুন দলের নাম হতে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুসেনা। দিলীপের সঙ্গে থাকবেন গেরুয়া শিবিরের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন নেতা ও কর্মী। নতুন দল গঠন নিয়ে কলকাতা ও বিধাননগরে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠকও হয়েছে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও, এবিষয়ে দিলীপ ঘোষ সম্পূর্ণ নীরব। এখন আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

অনেকদিন ধরেই দিলীপ ঘোষ দলে কিছুটা কোনঠাসা। বিশেষ করে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার পর থেকে দিলীপের সমালোচনা করেছেন অনেক বিজেপি নেতা। যার হাত ধরে বাংলায় বিজেপির উত্থান সেই দিলীপ ঘোষ কার্যত কোণাঠাসা হয়ে পড়েছেন। মোদি-শাহ বঙ্গসফরে এলেও সেখানে দেখা যাচ্ছে না দাবাং নেতাকে। তাতে যে অভিমানের পাহাড় জমছে তা বলাই বাহুল্য। যদিও আরএসএস নেতৃত্বের তরফে দিলীপকে নিজের মতো করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। এসবের মাঝেই নতুন দলগঠনের খবর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন সময় আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ

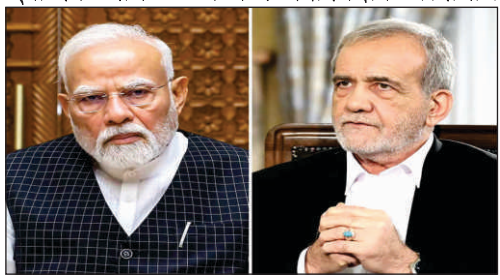

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর টেলিফোনে কথা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে, বিশেষত ইরান ও ইজরায়েলের সংঘাত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন পেজেশকিয়ান।

মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রতি সংঘাত তীব্রতর হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শান্তি ও মানবতার পক্ষে ভারতের বার্তা ফের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। সংঘাত থামাতে আলাপ-আলোচনা ও কূটনৈতিক পন্থার ওপর জোর দেন তিনি। আঞ্চলিক সুস্থিতি ফেরাতে ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইরানে বসবাসরত ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করায় দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছেন দুই নেতা।

সিনেমার খবর

একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কখনও কাজ করিনি: কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৯০ দশকের জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী কাজল এখন ৫০ ছুঁয়েছেন। কিন্তু তার তারকা খ্যাতি এখনও অম্লান। একের পর এক সফল ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও নিজের অবস্থান মজবুত রেখেছেন তিনি।

এই বলিউড অভিনেত্রী কাজল জানালেন, তাঁর দীর্ঘ অভিনয়জীবনে কখনও ২০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়নি। সম্প্রতি পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, পরিবার ও প্রযোজকদের সহযোগিতার কারণেই তিনি কাজ ও সংসারকে সহজে সামলাতে পেরেছেন।

সাক্ষাৎকারে কাজল বলেন, 'আমি সব সময় একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করার বিপক্ষে ছিলাম। একটার কাজ শেষ না হলে আরেকটা শুরু করতাম না। আর কখনওই দিনে ২০ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করিনি।'

এই অবস্থানে পরিবারের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন তিনি। বলেন, 'আমার মা সব সময় পাশে ছিলেন, ফলে আমি সাহস নিয়ে নিজের সময় ভাগ করে নিতে পেরেছি।'

বর্তমানে যখন দীপিকা পাড়ুকোন '৮ ঘণ্টা কাজের দাবি' তুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন এবং সেই কারণে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ছবি থেকেও বাদ পড়েছেন, তখন কাজল নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ায় তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

কাজল জানান, তাঁর কন্যা নিসার জন্মের পরেও তিনি কাজ করেছেন, তবে সময় নিয়ে সবসময় প্রযোজকদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রায় প্রতিটি প্রযোজকই ছিলেন খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাঁরা আমার সময়ের প্রয়োজন বুঝতেন এবং আমাকে সময়মতো ছুটি দিতেন।'

'ইউ, মি অউর হম' ছবির সময়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে কাজল বলেন, তখন তাঁর মেয়ে নিসা ছিল মাত্র দুই বছরের এবং তাঁর বাবা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ছবির প্রযোজক স্বামী অজয় দেবগণ তাঁকে শুটিং শেষে দ্রুত ছেড়ে দিতেন, যাতে তিনি বাবার পাশে থাকতে পারেন।

'আমার স্বপ্ন সত্যি হলো'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতিটি সিনেমা নিয়েই বেশ রোমাঞ্চিত থাকেন বলিউড সেনসেশন সারা আলি খান। এর মধ্যে অনুরাগ বসুর সিনেমায় যুক্ত হতে পারা তার কাছে বিশেষ কিছু। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল অনুরাগ বসুর লাইফ ইন আ মেট্রো সিনেমাটি।

এটি বক্স অফিসে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। এবার আধুনিক প্রেমের কাহিনি নিয়ে অনুরাগ আনতে চলেছেন মেট্রো ইন দিনোঁ ছবিটি। এই ছবিতে আছেন একঝাঁক তারকা। আর তাদের জুটি প্রেমের নতুন উপাখ্যান শোনাবে। অনুরাগের এই ছবির অংশ হতে পেরে আপ্লুত অভিনেত্রী সারা আলি খান। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে অনুরাগের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সারা।

অনুরাগ বাসুর এই ছবিতে জুটি বেঁধে আসছেন নীনা গুপ্তা-অনুপম খের, পঙ্কজ ত্রিপাঠি-কল্পনা সেনশর্মা, আলী ফজল-ফাতিমা সানা শেখ এবং আদিত্য রায় কাপুর-সারা আলী খান। কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি ও বেঙ্গালুরু- এই চার শহরের ভিন্ন স্বাদের প্রেমকাহিনি নিয়ে ছবিটি বানিয়েছেন অনুরাগ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার। ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে পরিচালক অনুরাগ বসুসহ সব শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। সারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'অনুরাগ বসুর ছবি দেখে আমি বড় হয়েছি। প্রথম কিস্তি তো খুবই পছন্দের। এখন আমি এই ছবিতে কাজ করছি। তার পরিচালনায় কাজ করা আমার জন্য কল্পনাতীত ছিল। অনুরাগ বসুর ছবিতে সুযোগ পেয়ে আমি দারুণ খুশি। আমার স্বপ্ন সত্যি হলো। আমি এখন বলতে পারি যে আমি অনুরাগ বসুর নায়িকা।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, 'এই ছবির ক্ষেত্রে আমি কখনও কম চাপ অনুভব করিনি। এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যেখানে আমি আছি বলে আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এই মুহূর্তে মঞ্চে এই সাত অভিনেতা, যাদের আমি সম্মান করি আর অনুরাগ বসু ও ভূষণ স্যারের পাশে দাঁড়িয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।'

অনুরাগের সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে সারা বলেন, 'তার ছবি নির্মাণের ধরন আমার কাছে একদম নতুন। তাই আমাকে আদিত্যর (রায় কাপুর) ওপর আস্থা রাখতে হয়েছিল। এর আগে অনুরাগদার লুডো ছবিতে আদিত্য অভিনয় করেছেন। তাই আদিত্য তার কাজের ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানতেন। আদিত্য আমাদের মধ্যে এক সুন্দর সেতু হয়ে উঠেছিলেন। আমরা সবাই খুব মজা করে কাজ করেছি। বসুদা যেভাবে কাজ করেন, তা আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি বুঝেছিলাম যে এই ছবির দায়িত্ব আমাদের সবার কাঁধে।' আদিত্য ছাড়া ফাতিমা সানা শেখও অনুরাগের লুডো ছবিতে অভিনয় করেছেন। সারা জানান যে ফাতিমাও তাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

অতীতের গল্প শোনালেন মালবিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী মালবিকা মহানন শোনালেন অতীতের অন্য রকম এক গল্প। যে গল্প পূর্ণবয়স্ক যেকোনো নারীকে চমকে দেবে। প্রশ্ন তুলবে ভারতীয় নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময় অনলাইন জানিয়েছে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুম্বাইয়ে কাটানো দিনগুলোর কথা শেয়ার করেছেন মালবিকা।

মুম্বাই শহর সবার জন্য আদৌ নিরাপদ কিনা সে প্রশ্ন টেনে তিনি বলেছেন, 'আজ, আমার নিজস্ব গাড়ি হয়েছে, ড্রাইভারও রেখেছি। তাই যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে মুম্বাই নিরাপদ কিনা, আমি হয়তো উত্তরে হ্যাঁ বলব। কিন্তু কলেজে পড়াকালীন সেই দিনগুলোর কথা ভেবে আজও শিউরে উঠি।'

তিনি আরও বলেছেন, 'এই শহরের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল। আমি লোকাল ট্রেন এবং পাবলিক বাসে চড়তাম। তখন এতটা নিরাপদ মনে হতো না শহরটিকে। কোনো সমস্যা ছাড়াই যে যাতায়াত করতে পারব কখনও ভাবতেও পারতাম না।'

কলেজজীবনের একটি অস্বস্তিকর এক ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, "আমি আর আমার দুই বন্ধু একবার লোকাল ট্রেনে উঠেছিলাম। রাত তখন সাড়ে ৯টা। ট্রেনটাও ছিল বেশ ফাঁকা। আমরা জানালার সামনে বসে গল্প করছিলাম। ঠিক তখনই একজন লোক এসে হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে আমাকে বলেছিল, 'আমাকে একটা চুমু দেবে?' শুনে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত সেদিন এর বেশি কিছু হয়নি। অতীতের সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে এখনও ভয়ে কেঁপে উঠি।"

‘স্টুপিড’ ঋষভ পন্থের অবিশ্বাস্য রেকর্ড, সেলিব্রেশনের আব্দার ফেরালেন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম ইনিংসে ছয় মেরে সেঞ্চুরি করেছিলেন ঋষভ পন্থ। টেস্ট কেরিয়ারে সেটি ছিল সপ্তম। ভারতীয় কিপার ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন। পন্থ ও ধোনি দু-জনেই তার আগে ছটি সেঞ্চুরিতে ছিলেন। প্রথম ইনিংসে ধোনিকে ছাপিয়ে যান। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি ঋষভ পন্থের। এমন রেকর্ড টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের কোনও কিপার-ব্যাটার করে দেখাতে পারেননি। টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি অনেক ব্যাটারের রয়েছে। কিন্তু কিপার হিসেবে প্রথম ঋষভ পন্থ। অবিশ্বাস্য এই রেকর্ড তৈরি হল লিডসে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৭ বলে ৯৮-তে ছিলেন পন্থ। উল্টোদিকে সেঞ্চুরি কমপ্লিট লোকেশ রাহুলের। একটা সময় ৬২ বলে ৩৫ রানে ছিলেন ঋষভ পন্থ। তিনি যে ডিফেন্সে কতটা উন্নতি করেছেন, এর থেকেই পরিষ্কার। ঋষভ পন্থ স্ট্রাইকে আসতেই গ্যালারিতে তাঁর নামে ধ্বনি। বল টার্ন হচ্ছে দেখেই লিভ করেন। এরপর আরও একটা ডট বল। ফের লিভ। অফ স্পিনার শোয়েব বশির বোলিং করছিলেন। ওভারের শেষ ডেলিভারিও ব্লক করেন। ১২১ বলে ৯৮-তেই।

স্ট্যান্ডে অপেক্ষায় দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তিরা। এর মধ্যে ছিলেন রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকরও। অস্ট্রেলিয়া সফরে পরপর দ্বিতীয় ডেলিভারিতে সেম শট খেলতে গিয়ে আউট হওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সানি গাভাসকর। স্টুপিড বলতেও দ্বিধা করেননি। সেই পন্থ বল ছাড়ছেন, ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ যেন অবিশ্বাস্য। পরের ওভারে জো রুট বোলিংয়ে আসেন। আবারও ধৈর্যের খেলা পন্থের। ওভারের শেষ বলে সিঙ্গল নিয়ে স্ট্রাইক রাখেন। ১২৬ বলে ৯৯। অপেক্ষা কিছুটা বাড়ে।

পরের ওভারে অফস্পিনার শোয়েব বশির বোলিংয়ে। বেন স্টোকস অনেক ফিল্ডারকে ভিতরে নিয়ে আসেন। ঋষভকে বড় শট খেলার আমন্ত্রণ। অবশেষে ১৩০ বলে সিঙ্গল নিয়ে সেঞ্চুরি। টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি। সুনীল গাভাসকর স্ট্যান্ড থেকে ইশারা করেন সামারসল্ট সেলিব্রেশনের। ঋষভ তাঁকে পাল্টা ইশারা করেন, আবার পরে। নতুন সেলিব্রেশন দেখা যায় তাঁর। কেরিয়ারের অষ্টম টেস্ট সেঞ্চুরির পরও শান্ত পন্থ। স্রেফ ইশারায় বোঝান, ফোকাস! এটাই যেন সেলিব্রেশন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ড।

শ্রেয়স আইয়ারকে টেস্ট দলে দেখতে চান সৌরভ, পন্থকে দিলেন টেকনিক্যাল পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে আইপিএল— সব জায়গাতেই দুরন্ত ফর্মে ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তবুও জায়গা হয়নি ভারতের আসন্ন ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, চাপের মুখে রান করার মানসিকতা ও টেকনিক থাকায় শ্রেয়সকে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

রেভ স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন,“গত এক বছরে শ্রেয়স অসাধারণ ফর্মে ছিল। শর্ট বল নিয়ে যেটা সমস্যা ছিল, সেটাও এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। আমি থাকলে ওকে টেস্ট সিরিজে সুযোগ দিতাম।”

২০২৪-২৫ মরশুমের রঞ্জি ট্রফিতে ৪৮০ রান (গড় ৬৮.৫৭), সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানদাতা, এবং আইপিএলে ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান— পরিসংখ্যান শ্রেয়সের হয়ে কথা বলছে। তবুও জাতীয় নির্বাচকদের চোখে পড়েননি তিনি।

পন্থকে পরামর্শ: ধৈর্য্য ধরো, স্ট্রোক খেলো বুঝে

অন্যদিকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থকে রেখেছে বিসিসিআই। কিন্তু সৌরভ মনে করিয়ে দিলেন, ইংল্যান্ডের পরিবেশে বেহিসেবি ব্যাটিং চলবে না। তিনি বলেন:“বল এলেই ব্যাট চালানো ঠিক নয়। ওর ডিফেন্স ভালো। তাই পরিস্থিতি বুঝে খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় ও অনেক বেশি শট খেলেছিল, যেটা ঠিক হয়নি।”

স্মরণযোগ্যভাবে, গাভাসকর একবার পন্থকে ‘স্টুপিড’ বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন একই কারণে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পন্থের রেকর্ড অবশ্য ভালো— ১৭ ইনিংসে ৫৫৬ রান, দুটি সেঞ্চুরি ও দুটি ফিফটি।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় চান শ্রেয়স আইয়ারকে ইংল্যান্ড টেস্ট দলে দেখতে, পন্থকে দিলেন পরিস্থিতি বুঝে খেলার পরামর্শ। বাদ পড়ায় উঠছে প্রশ্ন নির্বাচকদের ভূমিকা নিয়ে।

রেকর্ড চুক্তিতে রিয়ালে আর্জেন্টিনার বিস্ময়বালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আর্জেন্টিনার প্রতিভাবান মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে দলে ভিড়িয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। শুক্রবার (১৩ জুন) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।

১৭ বছর বয়সী এই বিস্ময়বালকের সঙ্গে ছয় বছরের চুক্তি করেছে ‘লস ব্লাঙ্কোস’। যদিও চুক্তির আর্থিক শর্ত বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়নি, তবে দলবদল সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো নিশ্চিত করেছেন মাস্তানতুয়োনোর রিলিজ ক্লজ ছিল ৪৫ মিলিয়ন ইউরো, অর্থাৎ প্রায় ৬৩২ কোটি টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়)।

ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন মাস্তানতুয়োনো। পিএসজি তাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও, শেষ পর্যন্ত তরুণ আর্জেন্টাইন বেছে নিয়েছেন মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যুকে।

তবে চলতি বছরের ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়ালের হয়ে মাঠে নামা হচ্ছে না তার, কারণ এখনও ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি মাস্তানতুয়োনোর। আগামী ১৪ আগস্ট প্রাপ্তবয়স্ক হলে আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের সঙ্গে যোগ দেবেন এবং ২০৩১ সালের জুন পর্যন্ত খেলবেন ক্লাবটির হয়ে।

বর্তমানে মাস্তানতুয়োনো খেলছেন আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের হয়ে। সেখানেই গড়েছেন ইতিহাস – ক্লাবটির সবচেয়ে কম বয়সী গোলদাতা এখন তিনিই। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাত্র ১৬ বছর ৫ মাস ২৫ দিন বয়সে প্রথম গোল করেছিলেন এই মিডফিল্ডার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR